দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ: 19 MAR 2008
পৃষ্ঠা: ১২ কলাম: ৩

শিশুদের তিন ঘণ্টার ক্লাসের জন্য হাঁটতে হয় ছয় ঘণ্টা, বর্ষায় লেখাপড়া বন্ধ

মিজান চৌধুরী, লালমনিরহাট থেকে ফিরে ॥ তিন ঘণ্টার ক্লাসের জন্য চান্দের দ্বীপচরের শিশুদের হাঁটতে হয় ছয় ঘণ্টার দীর্ঘপথ। ধু ধু উত্তপ্ত বালির চর

সরেজমিন চান্দের দ্বীপচর–শেষ

পাড়ি দিয়ে হাজির হতে হয় স্কুলে। শিশুরা ভোরে রওনা দিয়ে বাড়ি ফিরছে বিকেলে। আর বর্ষার সময় বন্ধ থাকে সকলের লেখাপড়া। চরের আশপাশে কোন স্কুল না থাকায় শত শত

(১১-পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

উত্তপ্ত বালির চর হেঁটে স্কুলে যাচ্ছে দ্বীপচরের শিশুরা —জনকণ্ঠ

শিশুদের তিন ঘণ্টার

(১২-এর পাতার পর)

শিশু বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষা থেকে। বেড়ে উঠছে চরের শিশুরা অন্ধকারে। এছাড়া চরের লোকজন পুরো বঞ্চিত হচ্ছে স্বাস্থ্যসেবা থেকে। সঙ্কটাপন্ন রোগীর জন্য মৃত্যু হচ্ছে অনিবার্য। চিকিৎসার অভাবে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে প্রায় সময়। চান্দের দ্বীপচরবাসীর হাসপাতালে যেতে হচ্ছে পাঁচ ঘণ্টা হেঁটে।
সরেজমিনে ঘুরে দেখাগেছে, ওই চরে শিক্ষা ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সেবা একবারে নেই। নেই কোন টেকসই পরিবেশ। দারিদ্র্যের কষাঘাতে প্রতিটি মানুষ জর্জরিত। অর্ধাহারে অনাহারে অনেক মানুষ দিন কাটাচ্ছে। ফলে আগামী ২০১৫ সালের মধ্যে দেশে দ্রারিদ্র ও ক্ষুধা নির্মূল, সার্বজনীনন প্রাথমিক শিক্ষা ও টেকসই পরিবেশে নিশ্চিত করার কথা বলা হলেও চান্দের দ্বীপচরসহ দেশের ৫১টি দ্বীপচরে তার কোনটাই বাস্তবায়ন হচ্ছে না।
দীর্ঘ দু'ঘন্টা হেঁটে পৌঁছতে হয়েছে চান্দের দ্বীপচরে। সেখানে রয়েছে পয়ঃনিষ্কাশনের সমস্যা, অবকাঠামো ঠিক না থাকায় গড়ে উঠছে না স্কুল, মাদ্রাসা। অনেক শিশু স্কুলে যাচ্ছে না। স্কুলে যাবার সংখ্যা খুবই নগণ্য। বেশির ভাগ শিশু বড় হচ্ছে শিক্ষা ব্যতিত। স্কুলের সময় ওই চরের অধিকাংশ শিশুদের দেখা গেছে খেলাধুলায় ব্যস্ত থাকতে। শিশুদের লেখাপড়ার ব্যাপারে চরবাসিন্দা মোক্তার আলী বলেন, এখানে কোন স্কুল নেই। তবে গোবর্ধনপুরে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। কিন্তু স্কুলের চারপাশে কোন বেড়া নেই। নেই স্কুলে বসার বেঞ্চ। ছাত্র ছাত্রী উপস্থিত না হবার কারণে স্কুলে শিক্ষকরা ঠিক মতো আসে না। অনেক শিশু স্কুলে যেতে পারছে না কাছে কোন স্কুল না থাকার কারণে। যারা স্কুলে যাচ্ছে সকালে বের হয়ে বাড়ি ফিরছে পড়ন্ত বিকালে। একদিন যাবার পর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে কোন শিশু স্কুলে যেতে চায় না। সকাল ৭টায় কোন শিশু বাসা থেকে বের হলে বেলা ১০টায় স্কুলে গিয়ে পৌঁছে। দুপুর একটা পর্যন্ত ক্লাস করে বাড়ি আসতে বিকেল গড়িয়ে যায়। এভাবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে শিশুরা স্কুলে যেতে চাই না।